দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৪-০৫-২০২৫ (পৃঃ ০৬)

গোপালগঞ্জ : সদর উপজেলার বোড়াশী গ্রামে আবাদ হওয়া ব্রি ধান-১০৪-এর খেত —ইত্তেফাক

বাসমতী চালের নতুন জাত ব্রি ধান-১০৪

কমবে আমদানি নির্ভরতা

*গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণের অতিরিক্ত উপপরিচালক **সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু** বলেন, ব্রি ধান-১০৪-এর বাসমতী চাল আমাদের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করবে। এ ধানের চাল বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে*

■ **গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি**

অনুষ্ঠান, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ও রুচিশীল ব্যক্তির ডাইনিংয়ে বাসমতী চালের ভাত, পোলাও বা বিরিয়ানি বেশ সমাদৃত। প্রিমিয়ার কোয়ালিটির বাসমতী চাল সাধারণত ভারত-পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়। সুপার সপে এ চাল প্রতি কেজি ৪০০-৪৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়।

আমদানিনির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বাসমতী চালের নতুন জাত ব্রি ধান ১০৪ উদ্ভাবন করেছে। এ ধানের চাল বাসমতীর আমদানিনির্ভরতা কমাবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ চালের ব্যাপক চাহিদা থাকায় রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব হবে। ফলে সম্ভাবনাময় ব্রি ধান-১০৪ দেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করবে বলে জানান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমিনা খাতুন।

তিনি বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলার কৃষকরা ১০ হেক্টর জমিতে ব্রি ধান-১০৪ জাতের আবাদ করেন। উৎপাদিত ধান কৃষিবিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কৃষকদের সামনে কেটে মাড়াই ও ওজন করে দেখা গেছে হেক্টরপ্রতি এ ধান ৭ দশমিক ২৫ মেট্রিক টন ফলন দিয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ৮ দশমিক ৭১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান-১০৪ চাষাবাদে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়েছে।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার রোমেল বিশ্বাস বলেন, ব্রি ধান-১০৪-এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরবর্তী বছর চাষাবাদের জন্য বীজ সংরক্ষণ করা যায়। জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৭ দিন। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২১.৫ গ্রাম। এ জাতটি বাসমতী টাইপের ব্রির একমাত্র সুগন্ধি ধানের জাত। এ ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৯.২ ভাগ। এছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৯ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে। এ ধানের গুণমান ভালো অর্থাৎ চালের আকার আকৃতি অতিরিক্ত লম্বা চিকন (৭.৫ মি.মি. লম্বা) এবং রং সাদা।

গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণের অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু বলেন, ব্রি ধান-১০৪-এর বাসমতী চাল আমাদের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করবে। এ ধানের চাল বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। ফলে কৃষকের আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি হবে। তাই আমরা এ ধানের আবাদ সম্প্রসারণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী গ্রামের কৃষক আকবর আলী শেখ বলেন, ১০০ শতাংশ জমিতে এ ধানের আবাদ করেছি। হেক্টর প্রতি এ ধান প্রায় ৭ দশমিক ৭ টন ফলন দিয়েছে। সুগন্দিযুক্ত হওয়ায় আশা করছি ভালো দামে বিক্রি করতে পারব। তিনি জানান, আমার খেতের ধানের ফলন দেখে আশপাশের কৃষক এ ধান আবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।